ভারতের নির্বাচন কমিশন

ভোটারদের জন্য নির্দেশিকা

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিগণ ও প্রবীণ নাগরিকদের

জন্য নির্বাচন আরো সুগম করে তোলার লক্ষ্যে

ভূমিকা

ভারতের নির্বাচন কমিশন সগর্বে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিগণ ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ভোটদাতা সহায়িকা প্রস্তুত করেছে। এই সহায়িকা আমাদের সর্বশেষ পদক্ষেপগুলির চূড়ান্ত পর্যায়, যা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিগণ ও প্রবীণ নাগরিক ভোটদাতাদের, তাঁরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়েই ভোট দিন কিংবা বাড়ি থেকে গোপনীয়তা বজায় রেখে ভোটদান করুন, তাঁদের অধিকারসমূহ এবং সুযোগসুবিধা জানানোর জন্য সুচিন্তিতভাবে সংকলিত হয়েছে। এই সহায়িকা নির্বাচকদের জ্ঞান ও সম্পদ দিয়ে সমৃদ্ধ করে যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তাঁরা ওয়াকিবহাল হয়ে স্বচ্ছন্দে সসম্মানে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক ভোটদাতার ভোটার তালিকা থেকে ভোটদান পর্যন্ত পথ যাতে মসৃণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয় সেটা সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। আসুন আমরা একসঙ্গে সোৎসাহে সার্বজনীনভাবে প্রত্যেকটি ভোটের শক্তির উপর অটুট বিশ্বাস রেখে গণতন্ত্রের উৎসব পালন করি।

কোনো ভোটার যেন বাদ না পড়েন।

সাংবিধানিক ও আইনি সংস্থান

ক) সাংবিধানিক সংস্থান:

৩২৪ ধারা
সংবিধান নির্বাচন, তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও পরিচালনা তথা নির্বাচক তালিকা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের ন্যস্ত করেছে।

৩২৫ ধারা
ধর্ম, বর্ণ, জাতি অথবা লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বিশেষ নির্বাচক তালিকায় অন্তর্ভুক্তি অথবা অন্তর্ভুক্তির দাবি জানাতে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

৩২৬ ধারা
লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রাপ্তবয়সকদের ভোটদানের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

খ) ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন:

১৬৯(১) ধারা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই প্রাধিকার দেয় যে তাঁরা উক্ত আইনের অধীনে সরকারি রাজপত্রে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়ম প্রণয়ন করবেন।

১৬৯(২)(গ) ধারা নিরক্ষর ভোটদাতা অথবা যাঁরা শারীরিক বা অন্য কোনোভাবে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে ভোটদান প্রক্রিয়ায় সুপারিশ করে নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে।

গ) ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালন নিয়মাবলি:

২৫ তথা ২৭জি আইন অনুসারে কোনো নিরক্ষর বা শারীরিকভাবে অপারগ ভোটদাতা নিজের ভোটদানের ক্ষেত্রে অনুরোধ করলে সাহায্যদানের সংস্থান রয়েছে।

৪০, ৪৯ এন তথা ৪৯ পি, যার নিয়ম দৃষ্টিহীন ভোটদাতাকে ভোটদানের কক্ষে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সঙ্গীর সহায়তা নেওয়ার অনুমতি প্রদান করে।

ঘ) ২০১৬ সালে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার আইন:

২০১৬ সালের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার আইনের ১১ নং ধারা অনুসারে ভোটদানের লক্ষ্যে সুবিধার ক্ষেত্রে ভারতের নির্বাচন কমিশনকে এই নির্দেশ দেওয়া আছে যাতে এটি সুনিশ্চিত করা যায় যে প্রত্যেকটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের জন্য সুগম এবং নির্বাচনপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র তাঁদের জন্য সহজবোধ্য এবং সহজসাধ্য করা যায়।

তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়া

ভোট দেওয়ার জন্য নির্বাচনী তালিকাভুক্তি নিদর্শ পূরণ করা জরুরী। যদি আগে থেকেই তালিকাভুক্ত হন, তাহলে নাম যাতে নির্বাচক তালিকায় সঠিকভাবে থাকে সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে। নিদর্শ অনলাইন, অফলাইন অথবা মিশ্র ভাবে করা যেতে পারে এবং অবস্থান একইভাবে দেখা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট নিদর্শে নিজেকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেন এবং ভোটের দিন কিছু সুযোগসুবিধা পেতে পারেন।

১. সাধারণ নির্বাচক হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য একজন ব্যক্তি

২. নির্বাচক হিসাবে তালিকাভুক্তির চারটি যোগ্যতা নির্ণায়ক তারিখ

এখন বছরে চারটি যোগ্যতা নির্ণায়ক তারিখে নতুন ভোটার হিসাবে একজন ব্যক্তি তালিকাভুক্ত হতে পারে।

৩. নিদর্শ বাছাই করুন

নিদর্শ ৬: নতুন ভোটদাতা নিবন্ধীকরণ

নিদর্শ ৬ক: প্রবাসী নির্বাচকের নির্বাচক তালিকায় নাম সংযোজন

নিদর্শ ৭: বিদ্যমান নির্বাচক তালিকায় প্রস্তাবিত নাম সংযোজন/বিয়োজনের ক্ষেত্রে আপত্তি

নিদর্শ ৮: স্থানান্তর/ নির্বাচক তালিকায় পরিমার্জন/ এপিক বদল/ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারণ

নিদর্শ ৬খ: আধার-এপিক সংযোগ/ নির্বাচক তালিকায় আধার নয় এমন পরিচিতির প্রত্যয়ন (স্বেচ্ছাপূর্বক)

৪. নিদর্শ এইভাবে পূরণ করা যেতে পারে:

অনলাইন মোড:

voters.eci.gov.in ওয়েবসাইটে যান অথবা ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ অথবা সক্ষম ECI app ব্যবহার করে নিদর্শ পূরণ করে জমা দিন। আবেদনের অবস্থান সূত্র পরিচিতি ব্যবহার করে দেখুন।

অফলাইন মোড:

নিদর্শগুলি নির্বাচনী নিবন্ধীকরণ আধিকারিক অথবা সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধীকরণ আধিকারিক এবং বুথস্তরীয় আধিকারিকদের কার্যালয়ে বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নির্বাচকদের এই কার্যালয়গুলি থেকে নিদর্শ সংগ্রহ করে জমা দেওয়ার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আবেদনটি সশরীরে নির্বাচনী নিবন্ধীকরণ আধিকারিককে প্রেরণ করা যেতে পারে, অথবা বুথস্তরীয় আধিকারিকদের কাছে জমা দিন।

মিশ্র মোড:

উপরোক্ত নিদর্শগুলি pdf আদলে ভোটদাতা পরিষেবা পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে। এর মুদ্রিত প্রতিলিপি পূরণ করে ERO অথবা AERO কে জমা করে বা বুথস্তরীয় আধিকারিকের কাছে জমা দেওয়া যেতে পারে।

৫. নিজেকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নির্বাচক হিসেবে কীকরে চিহ্নিত করবেন?

নতুন নির্বাচক -
৬ নং নিদর্শের ৯ নং সারি পূরণ করুন(অনলাইন অথবা অফলাইনে)।

> ৯ নং: প্রতিবন্ধকতার ধরণ, যদি থাকে (ঐচ্ছিক) - ☐ *গতিবিধির ক্ষেত্রে ☐ *দৃষ্টিহীনতা ☐ *মূক ও বধির
> অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা (বর্ণনা করুন)। ____________
>
> প্রতিবন্ধকতার শতকরা ভাগ ☐ % শংসাপত্র সংযোজিত (সঠিক বাক্সটিতে চিহ্নিত করুন) ☐ হ্যাঁ ☐ না

বিদ্যমান নির্বাচক -
৮ নং নিদর্শে ৪ নং পূরণ করুন (অনলাইন অথবা অফলাইন)

> ৪। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির চিহ্নিতকরণের আবেদন।
> প্রতিবন্ধকতার ধরণ(সঠিক বাক্সে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে)
>
> ☐ গতিবিধি ☐ দৃষ্টিহীনতা ☐ মূক ও বধির ☐ অন্য কোনো (বর্ণনা দিন) ____________
>
> প্রতিবন্ধকতার শতকরা ভাগ ☐ % শংসাপত্র সংযোজিত (সঠিক বাক্সটিতে চিহ্নিত করুন) ☐ হ্যাঁ ☐ না

ভোটের দিনের আগে যে বিষয়গুলি জেনে রাখা দরকার

আপনার বি এল ও-কে জানুন (বুথ লেভেল অফিসার)

প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচক তালিকার অংশকে হালনাগাদ করে রাখা বুথ লেভেল অফিসারের দায়িত্ব। এই তালিকা যথাযথ কিনা যাচাই করতে তারা সশরীরে প্রতিটি বাড়ি পরিদর্শন করেন। সংশ্লিষ্ট বিএলও-এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার জন্য প্রত্যেক ভোটারকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বিএলও সাধারণত স্থানীয় এলাকারই বাসিন্দা হন। ভোটার সার্ভিস পোর্টাল, ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ এবং সক্ষম-ইসিআই- অ্যাপের মাধ্যমে ভোটাররা নিজ নিজ এলাকার বিএলও-এর সম্পর্কে বিশদে জেনে নিতে পারেন।

আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সম্বন্ধে জানুন

- ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপের মাধ্যমে
- সক্ষম-ইসিআই- অ্যাপের মাধ্যমে
- Eci.gov.in—এইওয়েবসাইটে লগ ইন করুন
- ভোটার হেল্পলাইন নং. ১৯৫০

নির্বাচক তালিকায় নিজের নাম খুঁজুন:
এপিক (ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র) থাকা মানেই ভোটদানের নিশ্চিত অধিকার নয়। নির্বাচক তালিকায় নিশ্চিতভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম থাকতে হবে। ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বর্তমানে বছরে চারবার ভোটার তালিকার হালনাগাদ করা হয়। অনলাইন ও অফলাইন –উভয় মোডেই এই তালিকা দেখা যাবে।

- ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ—(অ্যান্ড্রয়েড/ iOS উভয়ফোনেই পাওয়া যায়)।
- ভোটার্স পোর্টাল দেখুন—http://voters.eci.gov.in/
- ১৯৫০: ECI<Space><EPIC No>-এএসএমএসকরুন।
- সক্ষম-ইসিআই-অ্যাপ (অ্যান্ড্রয়েড)/ সক্ষম ইসিআই-অ্যাপ (iOS)

ভোটদানের আগে নিজের প্রার্থীর সম্পর্কে জানুন:

ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপের মাধ্যমে:

ধাপ-১ ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপে লগ-ইন করুন
ধাপ-২ প্রার্থীদের তথ্য অংশটি বাছুন
ধাপ-৩ ইলেকশন অংশটি বাছুন (জি ই থেকে এ আই/ পি সি)
ধাপ-৪ প্রার্থীকে বাছুন
ধাপ-৫ প্রার্থীর দ্বারা দাখিল করা হলফনামা ক্লিক করুন

কে ওয়াই সি অ্যাপের মাধ্যমে:

ধাপ-১ কে ওয়াইসি অ্যাপে লগ-ইন করুন
ধাপ-২ নির্বাচনের ধরনটি বাছুন (জি ই থেকে এ সি/ পি সি)
ধাপ-৩ প্রার্থীকে বাছুন
ধাপ-৪ প্রার্থীর দ্বারা দাখিল করা হলফনামায় ক্লিক করুন
ধাপ-৫ প্রার্থীর দ্বারা দাখিল করা হলফনামা থেকে তাঁর সম্বন্ধে তথ্য নিন এবং তাঁর নামে কোনো ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ আছে কিনা তা জানুন।

ভোটের দিন

ভোটের দিনের জন্য ভোটারদের আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে থাকতে হবে ভোটার তালিকায় নিজের নাম দেখে নিন এবং নিজের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি সম্বন্ধে জেনে নিন।

ভোটারদের তথ্য সম্বলিত চিরকুট:

ভোটাররা যাতে তাদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নির্বাচক তালিকায় নিজেদের ক্রমিক নং, ভোটের দিন, সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত থাকতে পারেন সেইজন্য জেলা নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা নথিভুক্ত সমস্ত ভোটারকে ভোটের অন্তত ৫ দিন আগে বি এল ও-ভোটারদের তথ্য সম্বলিত চিরকুট প্রদান করে থাকেন। এই চিরকুটে কিউ আর কোড সহ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র, তারিখ, সময় ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও ভোটারদের ছবি থাকে না। এই চিরকুটকে ভোটারদের পরিচয়পত্র হিসাবে স্বীকার করা হয় না। দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাধারণ তথ্য সম্বলিত চিরকুটের সঙ্গে সঙ্গে ব্রেইলের সুবিধাসহ চিরকুটও প্রদান করা হয়।

আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের খুঁটিনাটি জানুন

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের আদর্শ বিন্যাস
একক নির্বাচন (বিধান সভা নির্বাচন ক্ষেত্র এবং সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্র)

পোলিং অফিসার ১
ভোটারদের চিহ্নিত করেন এবং ভোটার তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির দায়িত্বে থাকেন।

পোলিং অফিসার ২
অমোচনীয় কালি ও ভোটারদের স্বাক্ষর

পোলিং অফিসার ৩
নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকেন।

ভোটগ্রহণকেন্দ্রে পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে যে নথিগুলিকে গ্রহণ করা হয়

- ভোটারদের পরিচয়পত্র (এপিক)
- আধার কার্ড
- প্যান কার্ড
- প্রতিবন্ধীদের বিশেষ পরিচয়পত্র
- চাকরির পরিচয়পত্র
- ছবি সহ ব্যাংক/ ডাকঘরের পাসবই
- স্বাস্থ্যবিমার স্মার্টকার্ড (শ্রম মন্ত্রক)
- ড্রাইভিং লাইসেন্স
- পাসপোর্ট
- এন পি আর-এর আওতায় আর জি আই-এর তরফে প্রদত্ত স্মার্ট কার্ড
- পেনশনের নথি
- সাংসদ/বিধায়ক/ পুর-প্রতিনিধিদেরকে দেওয়া সরকারি পরিচয়পত্র
- এম এন আর ই জি এ পরিচয়পত্র

ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া

ভোটাররা লাইন দিয়ে দাঁড়াবেন

ফার্স্ট পোলিং অফিসার ভোটার তালিকায় আপনার নাম ও আপনার পরিচয়পত্র যাচাই করে দেখবেন।

সেকেন্ড পোলিং অফিসার আপনার আঙুলের নখে অমোচনীয় কালির চিহ্ন দেবেন, এবং আপনাকে একটি চিরকুট দিয়ে আপনার স্বাক্ষর নেবেন।

থার্ড পোলিং অফিসার আপনার হাত থেকে চিরকুটটি নিয়ে নেবেন এবং আপনার আঙুলের নখে কালির চিহ্নটি পরীক্ষা করে দেখবেন।

ভোটার ই ভি এম –এ তার পছন্দের প্রার্থীর নামের/ নোটার পাশের বোতামটি টিপবেন; একটা লাল আলো জ্বলে উঠবে।

বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখুন

ভিভিপ্যাটে যদি কাগজের চিরকুটটি দেখতে না পান বা জোরে বিপ শব্দ শুনতে না পান তাহলে প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কাচের মধ্যে দিয়ে এই চিরকুটটি ৭ সেকেন্ডের জন্য দেখা যাবে। মুদ্রিত চিরকুটটি ভিভিপ্যাটে জমা থাকবে।

ইভিএম যন্ত্রে শেষ বিকল্প হিসাবে 'নান অফ দ্য আব্যাভ' (নোটা)-এর উল্লেখ থাকবে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ নাগরিক ভোটারদের ভারতের নির্বাচন কমিশন যে সুবিধাগুলি দিয়ে থাকে

- ভোটারদের সুবিধার জন্য প্রথম তলে (গ্রাউন্ড ফ্লোর) ভোটগ্রহণ কেন্দ্র।
- ভোটগ্রহণকেন্দ্রে নিশ্চিত ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার (এ এম এফ) আওতায় শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন সুযোগসুবিধা (যেমনঃ- পর্যপ্ত হ্যান্ডরেইল সহ ঢালযুক্ত র‍্যাম্প)।
- ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আলাদা লাইন/ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রবেশ
- ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা
- ভোটের দিন পরিবহণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা
- ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে বিশেষ ভোট স্বেচ্ছাসেবক
- প্রতীক চিহ্ন, প্রবেশ দ্বার থেকে ভোটিং কক্ষ পর্যন্ত বাধামুক্ত সমান পথ
- ব্রেইলের সুবিধাসহ ভোটারদের তথ্য সম্বলিত চিরকুট (ভি আই এস)/ এপিক
- ব্রেইলের সুবিধাসহ নকল ব্যালট শিট (ডামি ব্যালট শিট)
- ব্রেইল সুবিধাযুক্ত ইভিএম
- ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ম্যাগনিফায়িং গ্লাস/ কাগজ
- নির্দিষ্ট কিছু শারীরিক অক্ষমতার শিকার ব্যক্তি ৮৫-উর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য বাড়িতে বসে ভোটদানের সুবিধা, এই ধরনের ব্যক্তিরা ১২ ডি নিদর্শের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন

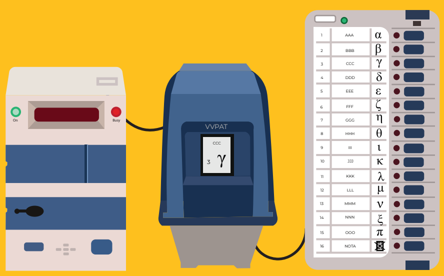

ইভিএম-এর মাধ্যমে আপনার ভোট দিন

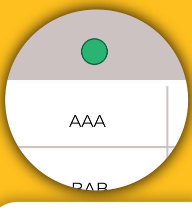

ভোট দেওয়ার জন্য তৈরি থাকুন

আপনি ভোটদান কক্ষে প্রবেশ করলে থার্ড পোলিং অফিসার ব্যালট ইউনিটটিকে (বি ইউ) চালু করবেন। ব্যালট ইউনিটে 'রেডি' আলোটি জ্বলে উঠবে।

১

আপনার ভোট দিন

ব্যালট ইউনিটে আপনার পছন্দের প্রার্থীর নাম/ প্রতীকের পাশের/ নোটার পাশের নীল বোতামটি টিপুন।

২

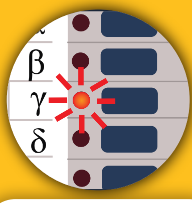

আলো দেখুন

প্রার্থীর নাম/ প্রতীকের পাশে বা নোটার পাশের আলো আলোটি জ্বলে উঠবে।

৩

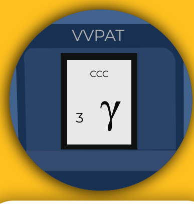

আপনার ভোট যাচাই করুন

আপনার বেছে নেওয়া প্রার্থীর ক্রমিক নং, নাম, ও প্রতীক সম্বলিত/ নোটা-র একটি চিরকুট ভিভিপ্যাটে মুদ্রিত হবে এবং আপনি সেটা দেখতে পাবেন।

৪

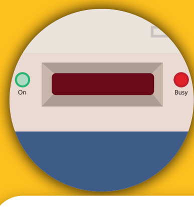

'বিপ' শব্দ শুনুন

নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে বিপ শব্দটি শুনলে বুঝবেন যে আপনি সফল ভাবে ভোটটি দিতে পেরেছেন।

৫

শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি (অক্ষমতার বিশেষ মাপকাঠিতে) ও প্রবীণ নাগরিকদের (৮৫ বছরের বেশি বয়সি) জন্য বাড়িতে ভোট দানের সুবিধা

ভারতের নির্বাচন কমিশন সকল ভোটদাতাকে তাঁদের নিজ নিজ ভোটদান কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে উৎসাহিত করে থাকে। অবশ্য, তা সত্ত্বেও যাঁরা শারীরিক অক্ষমতার কারণে বা অধিক বয়সের কারণে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারেন না তাঁদের জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনুপস্থিত ভোটদাতার (এ ভি) এই সুবিধা পাওয়ার জন্য একজন ভোটদাতাকে বিশেষ অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তি বা ৮৫ বছরের বেশি বয়সি প্রবীণ নাগরিক হতে হবে। ডাক ভোটপত্র বা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে সাধারণ ভোটগ্রহণের তারিখের পূর্বে এই ভোটদান করতে হবে। যেহেতু ব্যালট পেপারটি দুটি খামে ভরে সিল করে রিটার্নিং অফিসারকে প্রদান করা হবে, তাই ব্যালটের গোপনীয়তা সম্পূর্ণ বজায় থাকবে।

শারীরিকভাবে অক্ষম /প্রবীণ নাগরিকদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দানের ক্ষেত্রে যোগ্যতার শর্ত:

শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি (এ ভি পি ডি): ২০১৬ সালের শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের অধিকার আইনের ২ ধারার অধীনে সংশ্লিষ্ট শংসাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা শংসিত বিশেষ অক্ষমতা যুক্ত (নির্ধারিত অক্ষমতার ৪০ শতাংশের কম নয়) এবং নির্বাচক তালিকার ডেটাবেসে চিহ্নিত নির্বাচক। এই ধরনের নির্বাচকরা যখন ১২ডি নিদর্শে আবেদন জমা দেবেন তখন তার সঙ্গে বিশেষ অক্ষমতার শংসাপত্র সংযোজিত করবেন।

প্রবীণ নাগরিক (এ ভি এস সি):
৮৫ বছরের বেশি বয়সি একজন নির্বাচক। নির্বাচক তালিকার ডেটাবেসে বয়সের উল্লেখ করা থাকে এবং নির্বাচককে ১২ডি নিদর্শের সঙ্গে এই সংক্রান্ত কোনো অতিরিক্ত শংসাপত্র বা হলফনামা জমা দিতে হবে না।

পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে অনুপস্থিত ভোটদাতাদের জন্য আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি

ধাপ ১: বি এল ও-রা রিটার্নিং অফিসারের দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী অনুপস্থিত ভোটদাতাদের (৮৫ বছরের বেশি বয়সি ব্যক্তি ও বিশেষ অক্ষমতা যুক্ত ব্যক্তি) বাড়ি যাবেন এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচকদের ১২ডি নিদর্শ দেবেন ও তাঁদের কাছ থেকে একটি প্রাপ্তিস্বীকার করিয়ে নেবেন।

ধাপ ২: যেসব নির্বাচক ১২ ডি নিদর্শ নিয়েছেন, প্রজ্ঞাপন জারির ৫ দিনের মধ্যে বি এল ও-রা তাঁদের বাড়ি থেকে সেগুলি সংগ্রহ করবেন এবং অবিলম্বে সেগুলি রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দেবেন।

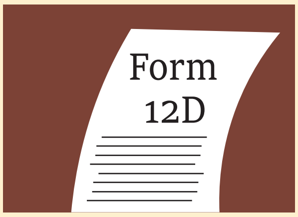

ধাপ ৩: ১২ ডি নিদর্শে যেসব নির্বাচকের প্রদত্ত বিবরণ সঠিক বলে বিবেচিত হবে তাঁদের একটি করে ডাক ভোটপত্র বা পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রদান করা হবে। মাইক্রো অবজার্ভার সহ নির্বাচন কর্মীদের একটি দল নির্বাচকদের ১২ ডি নিদর্শে উল্লেখিত ঠিকানায় যাবেন।

ধাপ ৪: নির্বাচকের পরিচয়পত্র যাচাই করা হবে। নির্বাচককে পোস্টাল ব্যালট দেওয়া হবে। নির্বাচক তাঁর ভোট চিহ্নিত করবেন এবং ভোটপত্র বা ব্যালটটি একটি ছোটো খামে ভরবেন।

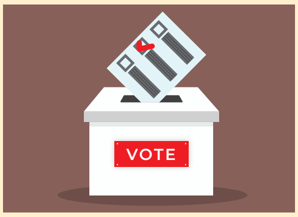

ধাপ ৫: অনুমোদিত ভোট গ্রহণ আধিকারিক কর্তৃক প্রত্যয়িত ১৩ এ নিদর্শে যথাযথভাবে পূরণ করা ও স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রটি সহ চিহ্নিত ভোটপত্র সংবলিত মুখবন্ধ খামটি (নিদর্শ ১৩ বি) বড় খামের (নিদর্শ ১৩ সি) ভিতরে ভরে রাখতে হবে।

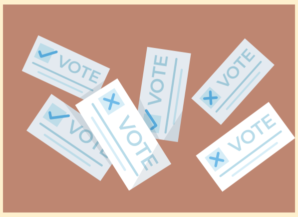

ধাপ ৬: বড় খামটি বন্ধ করুন এবং সেটি ভোটগ্রহণ আধিকারিককে হস্তান্তর করুন।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের সুবিধাজনক অ্যাপ

ডিজিটাল যুগে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলি (অ্যাপ) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। ভারতের নির্বাচন কমিশনের বেশ কয়েকটি বিশ্বস্ত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন আছে নির্বাচকদের জন্য বেশ দরকারি এবং ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক। এগুলি অ্যান্ড্রয়েড ও আই ও এস উভয় ভার্সানেই পাওয়া যায় এবং বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায়। শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি (পি ডব্লিউ ডি) ও প্রবীণ ব্যক্তিরা ব্যবহার করে সুফল পেতে পারে এমন কয়েকটি এখানে দেওয়া হলো।

সক্ষম-ই সি আই অ্যাপ

সক্ষম অ্যাপটি শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের (পি ডব্লিউ ডি) ডিজিটাল ভাবে সক্ষম করে তোলে।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

- নির্বাচক হিসেবে নিবন্ধীকরণ
- শারীরিক অক্ষমতার চিহ্নিত করা
- সংশোধনের অনুরোধ/স্থানান্তরনের অনুরোধ
- ভোটকেন্দ্রের অবস্থান জানুন/ভোট গ্রহণকারী আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগের বিবরণ
- বাড়ি থেকে আনা-নেওয়া/হুইলচেয়ার/ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে সহায়তার অনুরোধ
- নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সময় অসুবিধার সম্মুখীন হলে অভিযোগ দায়ের
- দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের জন্য কথা বলার মাধ্যমে সহায়তা
- শ্রবণ শক্তিহীন ব্যক্তিদের জন্য লিখন ও কথনের (টেক্সট টু স্পিচ) সুবিধা
- বড় হরফে লেখা ও রঙের বৈপরীত্যের তীব্রতা

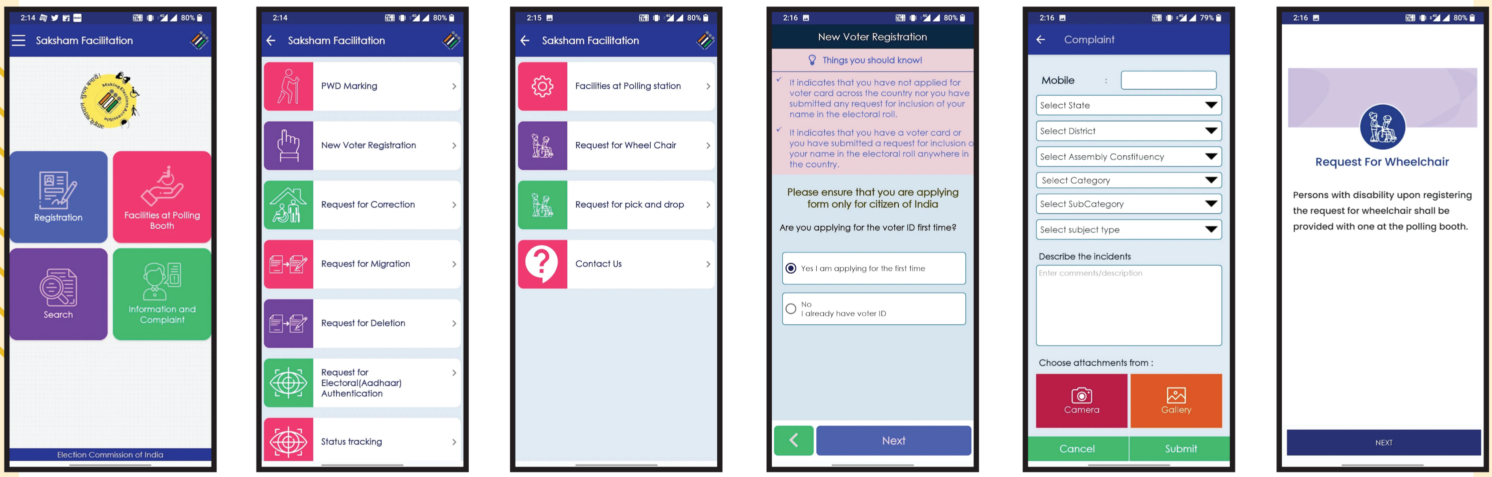

ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ

নাম নথিভুক্তি থেকে নির্বাচনের ফলাফল পর্যন্ত সবধরনের নির্বাচনী প্রয়োজনীয়তার একমাত্র সমাধান হলো ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

- নির্বাচক তালিকায় আপনার নাম অনুসন্ধান করুন/নিবন্ধীকরণ করুন
- জনবিন্যাসগত তথ্যের বিবরণ পরিবর্তনের অনুরোধ জানান
- সবধরনের ভি এস পি নিদর্শ পূরণ করুন এবং সর্বশেষ তথ্য পান
- এপিকের সঙ্গে আধার সংযুক্ত করুন
- ডিজিটাল ভোটার স্লিপ ডাউনলোড করুন
- অভিযোগ দায়ের করুন
- নির্বাচনের সময়সূচি/ মানচিত্র/ ঘোষণাসমূহ জানুন
- ডিজিটাল ফটো ভোটার স্লিপ পান
- ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে সারি বা লাইনের অবস্থান জানুন
- প্রার্থীর বিবরণ জানুন
- ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাটের ব্যবহার সম্পর্কে জানুন
- পূর্বেকার নির্বাচনসমূহের পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন দেখুন
- ভোটার সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ভিডিও দেখুন
- নির্বাচনের ফলাফল দেখুন
- আপনার ভোট গ্রহণ কেন্দ্র কোথায় তা জানুন

সি-ভিজিল অ্যাপ

সি ভিজিল অ্যাপ নির্বাচনের সময় আদর্শ আচরণবিধি উল্লঙ্ঘনের প্রামাণিক ক্ষেত্রগুলি রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে ক্ষমতাবান করে তোলে। এই অ্যাপে নির্দিষ্ট সময় চিহ্নিত করা, লাইভ ফটো সহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থান চিহ্নিতকরণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার ফলে নির্বাচনী কর্মীদল সহজেই উল্লঙ্ঘনের স্থানটি চিহ্নিত করতে পারেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টহলদারি দলকে প্রেরণ করতে পারেন। জি আই এস ড্যাশবোর্ড একটি শক্তিশালী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যবস্থা রয়েছে যার সাহায্যে অসার ও অসম্পর্কিত বিষয়গুলি প্রথমেই বাতিল করে দেওয়া যায়। অবজার্ভাররা সি ভিজিল অ্যাপে দায়ের করা অভিযোগগুলি অবজার্ভার অ্যাপের মাধ্যমে সহজেই দেখতে পাবেন।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

- অ্যাপ্লিকেশন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থান চিহ্নিত করা যাবে
- নির্দিশট সময় চিহ্নিতকরণ
- নামে বা বেনামে লগ ইন করা যায়
- ৫ মিনিট ধরে আসল ফটো/ভিডিও নেওয়া যাবে এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে জমা দেওয়া যাবে
- মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু না করে ছবি তোলা যাবে না
- শুধুমাত্র লাইভ ভিডিও বা ফটো তোলা যাবে

ভোটের মতো কিছু নাই,
ভোট
আমি দেব তাই
NVD2024

ভোটের পর্ব
দেশের গর্ব
লোকসভা নির্বাচন ২০২৪

eci.gov.in FB.com/ECI @ecisveep youtube.com/eci @ecisveep